TRANSLATION DEPARTMENT
(DAWAT-E-ISLAMI)

সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৮১
WEEKLY BOOKLET:481

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রচিত
কিতাব "কথাবার্তার আদব" থেকে সংকলিত নবম অংশ

# ভেবেচিন্তে কথা বলুন


বলার পূর্বে ভাবার পদ্ধতি ০৩
চুপ থাকার পদ্ধতি ০৪
কথাবার্তার দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারিতা ১৬
লজ্জিত হওয়ার অনেক বড় কারণ ১৮



শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

# ভেবেচিন্তে কথা বলুন (১)

**আত্তারের দোয়া:** হে আল্লাহ পাক যে ব্যক্তি এই পুস্তিকা **"ভেবেচিন্তে কথা বলুন"** পড়ে বা শুনে নিবে তাকে কথা বলার পূর্বে চিন্তা-ভাবনা করার তৌফিক দান করো, অহেতুক ও গুনাহপূর্ণ কথাবার্তা থেকে রক্ষা করো এবং তাকে তার পিতামাতা ও পরিবারসহ জান্নাতুল ফেরদাউসে প্রবেশাধিকার নসীব করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## দরূদ শরীফের ফযিলত

হযরত উবাই বিন কাব رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ আরয করলো যে, আমি (সকল যিকির, অযীফা ছেড়ে দেব, এবং) আমার সমস্ত সময় দরূদ শরীফ পাঠেই ব্যয় করবো। তখন নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এটি তোমার দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (তিরমিযী, ৪/২০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৪৬৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. এই বিষয়টি আমীরে আহলে সুন্নাতের কিতাব "কথাবার্তার আদব" ১৭২- ১৯২ থেকে নেয়া হয়েছে।


www.dawateislami.net

## নির্বোধ লোক চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই কথা বলে

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** বুদ্ধিমান লোকেরা প্রথমে চিন্তা করে তারপর মুখ দিয়ে কথা বের করে। আর নির্বোধ লোকেরা যা মুখে আসে তাই বলতে থাকে, যদিওবা এর কারণে অপমানিত হলে হোক না কেন! যেমনিভাবে হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, বুদ্ধিমানদের জিহ্বা তার হৃদপিন্ডের পেছনে থাকে, সে কথা বলার পূর্বে নিজের হৃদপিন্ডের দিকে প্রথমে তাকায় অর্থাৎ গভীর চিন্তা করে যে, বলবো নাকি বলবো না? যদি কথা উপকারী হয় তাহলে বলে, অন্যথায় চুপ থাকে। অথচ নির্বোধ লোকদের জিহ্বা তার হৃদপিন্ডের সামনে থাকে, অর্থাৎ হৃদপিন্ডের দিকে তাকানোর সুযোগও হয় না ব্যস যা কিছু মুখে আসে তাই বলে ফেলে। **(তাম্বীহুল গাফেলীন, ১১৫ থেকে সংক্ষেপিত)**

## জিহ্বাকে সংযত রাখো সকল কাজ সঠিক হয়ে যাবে

যে ব্যক্তি জিহ্বাকে সংযত রাখতে সফল হয়ে যায় তার সকল কাজ সঠিক হয়ে যায়। হযরত ইউনুস বিন উবাইদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যার জিহ্বা সংযত থাকে তার সকল কাজ সঠিক থাকে।

**(এহইয়াউল উলুম (উর্দু), ৩/৩৩৯, এহইয়াউল উলুম (আরবী), ৩/১৩৭)**

## প্রথমে ভাবুন তারপর কথা বলুন

যেভাবে ক্রয় করার সময় যাচাই না করার কারণে ধোঁকা খাওয়া ব্যক্তি আফসোস করতে থাকে, তেমনিভাবে জিহ্বাকে অপ্রয়োজনে ব্যবহারকারীও আফসোস করতে থাকে, এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নিজের কথাবার্তাকে সম্পদের ন্যায় নিরাপদ রাখো আর যখন (এই সম্পদ অর্থাৎ



www.dawateislami.net

কথাবার্তাকে) ব্যয় করতে চাও তখন খুব ভালোভাবে বুঝে শুনে ব্যয় করো।

## বলার পূর্বে ভাবার পদ্ধতি

**হে আশিকানে রাসূল!** মনে রাখবেন! আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের পবিত্র মুখে না কখনো কোন অহেতুক কথাবার্তা বলেছেন, আর না অট্টহাসি দিয়েছেন। হায়! যদি চুপ থাকার সুন্নাতও ব্যাপক হয়ে যেতো এবং আমাদের অট্টহাসি দেয়া অর্থাৎ উচ্চ শব্দে হাসার অভ্যাসও চলে যেতো। হায় আফসোস! আমরা যদি বলার পূর্বে ভেবেচিন্তে বলতাম! ভাবার পদ্ধতি হলো, শব্দাবলী মুখ থেকে বের করার পূর্বে নিজের অন্তরে প্রশ্ন করা যে, এ কথা বলার উদ্দেশ্য কী? আমি কি এর মাধ্যমে কাউকে নেকীর দাওয়াত দিচ্ছি? আমি যে কথাটি বলতে চাচ্ছি তাতে কি আমার বা অন্য কারো কল্যাণ ও উপকারিতা রয়েছে? এই কথা বলার দ্বারা আমার কি কোনো সাওয়াব অর্জিত হবে? আমার কথা কখনো এমন অতিরিক্ত (কম বেশি হচ্ছে না তো) যা আমাকে মিথ্যার মধ্যে লিপ্ত করে দিবে, অতিরিক্ত মিথ্যার উদাহরণ দিতে গিয়ে হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি একবার আসে এবং এটা বলে দেয় যে, হাজার বার এসেছে, তখন মিথ্যা হবে। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৫১৯) এটাও চিন্তা করা যে, আমি কারো তোষামোদী ও মিথ্যা প্রশংসা করছি না তো? কারো গীবত হচ্ছে না তো? আমার এই কথার দ্বারা কেউ অন্তরে কষ্ট পাবে না তো? বলার পর লজ্জিত হওয়ার কারণে কথাকে ফিরিয়ে নেয়ার বা SORRY বলার পর্যায় তো আসবে না? থুথু ফেলে গিলে ফেলার অর্থাৎ আবেগ আপ্লুত হয়ে কথা বলার পর



www.dawateislami.net

পুনরায় ফিরিয়ে নেয়াটা আবশ্যক হবে না তো? নিজের বা অন্য কারো গোপন রহস্য ফাঁস (অর্থাৎ প্রকাশ) করছি না তো? বলার পূর্বে ভাবার ক্ষেত্রে যদি এই কথা সামনে চলে আসে যে, এই কথার মধ্যে না লাভ আছে না ক্ষতি, না সাওয়াব না গুনাহ, তখনও এই কথা বলে দেয়ার মধ্যে এক প্রকারের ক্ষতি রয়েছে কেননা জিহ্বাকে এভাবে অহেতুক ও উপকারবিহীন কথাবার্তার জন্য কষ্ট দেয়ার পরিবর্তে যদি সাওয়াবের নিয়তে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْ لُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলা হয় বা দরূদ শরীফ পাঠ করা যায় তাহলে তো নিঃসন্দেহে এতে উপকারই উপকার। আর নিজের এই মূল্যবান সময়কে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার মতো সর্বোত্তম ব্যবহার, এমন মহান উপকারী বিষয় নষ্ট হয়ে যাওয়াটা আসলেই ক্ষতি।

ذِکْر و دُرُود ہر گھڑی وِردِ زَباں رہے　　میری فضول گوئی کی عادت نکال دو

যিকিরো দুরুদ হার ঘড়ী ওয়ীরদে যবাঁ রহে,
মেরী ফুযুল গোয়ি কি আদাত নিকাল দো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা ৩০৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　❀❀❀　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

## চুপ থাকার পদ্ধতি

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** অহেতুক কথাবার্তার মধ্যে গুনাহ নেই কিন্তু এটি বিভিন্ন বিষয় থেকে বঞ্চিত হওয়ার ও ক্ষতির কারণ, সুতরাং এটা থেকে বেঁচে থাকাটাই যথাযথ। হায়! যদি চুপ থাকার অভ্যাস নসীব হয়ে যেত! তাৎক্ষণিক চুপ থাকার নিয়ামত অর্জিত হওয়াটা আবশ্যক নয়, এর জন্য খুব চেষ্টা করতে হবে। যে চুপ থাকার অভ্যাস গড়তে চায় তাকে এই


www.dawateislami.net

বিষয়ে খুব সচেতন হতে হবে এবং হতাশাকে নিজের অভিধান থেকে বের করে খুব চেষ্টা করতে হবে। হযরত মুয়াররিক ইজলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এমন একটি বিষয় যাতে আমি ২০ বছর পর্যন্ত অর্জনের চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি, আর এরপরও আমি অর্জনের আশা (পাওয়ার আশা) ছাড়িনি। জিজ্ঞাসা করা হলো: সে মূল্যবান জিনিসটি কি? বললেন: চুপ থাকা। (আয যুহুদ লিল ইমাম আহমদ, পৃষ্ঠা ৩১০, বাণী নাম্বার: ১৭৬২) চুপ থাকার অভ্যাস গড়ার আগ্রহীদের উচিত জিহ্বা ব্যবহারের পরিবর্তে যদি সম্ভব হয় তবে দৈনন্দিন প্রয়োজনে অনেক কথা লিখে বা ইশারাও বলতে পারেন, اِنْ شَآءَ الله এভাবে চুপ থাকার অভ্যাস শুরু হয়ে যাবে।

## অহেতুক ইশারা-ইঙ্গিতেরও হিসাব হবে

**মনে রাখবেন!** অহেতুক কথাবার্তা, অনর্থক দৃষ্টি অর্থাৎ অহেতুক এদিক সেদিক দৃষ্টি দেয়া, অহেতুক দৃশ্যাবলী (SCENES) দেখা, সাধারণ হোক বা অসাধারণ সবকিছুর অনর্থক ইশারা করা, অহেতুক আওয়াজ বের করা ইত্যাদি কিয়ামতের দিন সবকিছুর হিসাব হবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে নেক বানানোর রিসালা: "নেক আমল" এ ৫৩ নং "নেক আমল" হলো: আপনি কি আজ জিহ্বাকে অহেতুক ব্যবহার (অর্থাৎ ঐ কথাবার্তা, যাতে দ্বীন বা দুনিয়ার কোন উপকারিতা নেই) করা থেকে বাঁচানোর অভ্যাস গড়তে কিছু না কিছু কথাবার্তা ইশারায় করেছেন? (সৌভাগ্যবশত! যদি প্রতিদিন কমপক্ষে চারবার লিখে ও কমপক্ষে তিনবার ইশারায় কথা বলা হতো!) চুপ থাকার অভ্যাস গড়ার চেষ্টার মাঝে এটাও হতে পারে যে, অহেতুক কথাবার্তা থেকে বাঁচার চেষ্টায় কিছু দিনের মধ্যে সফলতা লাভ করবে কিন্তু পুনরায় অতিরিক্ত



www.dawateislami.net

কথাবার্তা বলার অভ্যাস পূর্বের ন্যায় হয়ে যাবে, যদি এমনই হয় তাহলে সাহস হারাবেন না, বারবার চেষ্টা করতে থাকুন اِنْ شَآءَ الله কখনো না কখনো সফলতা অবশ্যই অর্জিত হবে। যেমনিভাবে আরবী প্রবাদ রয়েছে: اَلسَّعْیُ مِنِّیْ وَالْاِتْمَامُ مِنَ الله অর্থাৎ চেষ্টা আমার পক্ষ থেকে হবে আর আল্লাহ পাক কাজটির পরিপূর্ণতা দান করবেন। আরবীতে আরো একটি প্রবাদ রয়েছে: مَنْ جَدَّ وَجَدَ যে চেষ্টা করেছে সে সফল হয়েছে। চুপ থাকার অভ্যাস অনুশীলন (PRACTICE) করার সময় নিজের চেহারা হাসি মুখে রাখা প্রয়োজন, যাতে কেউ এটা মনে না করে যে, আপনি তার উপর অসন্তুষ্ট, যদিও মুখ ভার থাকে। চুপ থাকার চেষ্টার দিনগুলোর মধ্যে রাগ বৃদ্ধি হতে পারে। সুতরাং যদি কেউ আপনার ইশারা বুঝতে না পারে তাহলে কখনো তার প্রতি রাগ প্রকাশ করবেন না যে, অন্যায়ভাবে কারো অন্তরে আঘাত দেওয়ার মতো গুনাহ করে বসবেন না। ইশারা ইত্যাদির মাধ্যমে কথাবার্তা শুধু তার সাথে করা উচিত যার সাথে আপনার মন মানসিকতা ও বুঝা পড়া হয়, অন্যথায় অপরিচিত ব্যক্তির সাথে করলে হতে পারে যে, ইশারা ইত্যাদি কথাবার্তা না বুঝার কারণে আপনার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে, সুতরাং প্রয়োজনে তার সাথে মুখে কথাবার্তা বলে নিন। অনেক সময় মুখ দিয়ে বলা আবশ্যক হয়ে যায়, যেমন: সাক্ষাতে সালামের উত্তর দেয়া ইত্যাদি, এটাও মনে রাখবেন সালামও ইশারায় নয় মুখে করা উচিত। এছাড়া কিছু জায়গা এমন রয়েছে যাতে মুখেই বলতে হয়, এভাবে পিতা-মাতা ও ঘরের অন্যান্য ব্যক্তিদেরও বিভ্রান্ত সৃষ্টি হলে তখন প্রয়োজনে মুখে কথাবার্তা বলুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد



www.dawateislami.net

## প্রথমে "ভাবুন" তারপর "বলুন"এর উপকারিতা

মানুষ বলার পূর্বে যদি "ভাবে" অর্থাৎ গভীর চিন্তা-ভাবনা করার অভ্যাস গড়ে নেয় তবে হতে পারে সে নিজেই কোনটি অহেতুক কথাবার্তা তা নিজেই অনুধাবন করতে পারবে! শুধু অহেতুক কথাবার্তা যদিও তাতে গুনাহ নেই কিন্তু অনেক ধরনের ক্ষতি তার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, যেমন: ঐ সকল কথাবার্তার ক্ষেত্রে জিহ্বা ব্যবহারে কষ্ট হয় এবং মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে থাকে। যদি ততক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির, দরূদ শরীফের অযীফা বা দ্বীনি জ্ঞান অধ্যয়ন করা হয় বা কোনো সুন্নাত বলে দেয়া হয়, তাহলে তো সাওয়াবের ভান্ডার হয়ে যাবে, আর অহেতুক কথাবার্তার একটি অনেক বড় ক্ষতি হলো এটাই যে, কিয়ামতের দিন তার হিসাব দিতে হবে।

## সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে অনর্থক আলোচনা

আল্লাহর পানাহ! কোথাও সন্ত্রাসীমূলক ঘটনা ঘটলে তখন ব্যস লোকদের অহেতুক বরং অনেক সময় গুনাহে ভরা আলোচনার জন্য একটি বিষয় হাতে চলে আসলো! প্রত্যেক জায়গায় সেই বিষয়ে আলোচনা চলে, ভিত্তিহীন কল্পনা-জল্পনা করা, অশালীন মন্তব্য, ধারণা প্রসূত কোন পার্টির লিডার ইত্যাদির উপর অপবাদ দেয়া ইত্যাদি, অনেক সময় এ ধরনের কথাবার্তা আতঙ্ক সৃষ্টি ও গুজব ছড়িয়ে পড়ার কারণ এবং সংঘর্ষ সৃষ্টি মাধ্যমও হতে পারে, বিস্ফোরণ ও সন্ত্রাসীমূলক কর্মকান্ড ও এর ঘটনাবলী শোনা- শোনানোর ক্ষেত্রে নফস খুবই উৎসাহী হয়ে থাকে, অনেক সময় মুখে দোয়ার শব্দাবলী থাকে কিন্তু অন্তরের গভীরে চাঞ্চল্যকর সংবাদ শোনা-শোনানোর মাধ্যমে স্বাদ লাভ ও উপভোগ করার স্পৃহা গোপন থাকে, হায়! নফসের অনিষ্টতাকে চিনতেই আমরা যদি সন্ত্রাসবাদ ও বিস্ফোরণের



www.dawateislami.net

আলোচনায় অংশগ্রহণের আগ্রহ লাভ করা থেকে বিরত থাকতে পারতাম! হ্যাঁ অত্যাচারীদের অত্যাচারে শাহাদাত লাভকারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দোয়া, আঘাতপ্রাপ্ত ও আক্রান্ত মুসলমানদের সহানুভূতি সেবা ও সুরক্ষা এবং নিরাপত্তার দোয়া দ্বারা ধন্য করা হয় তবে এটা সাওয়াবের কাজ। ব্যস যখনই এভাবে কথাবার্তা বলার ও শুনার অবস্থা সৃষ্টি হবে তখন নিজের অন্তরে গভীরভাবে চিন্তা করে নেয়া উচিত যে, নিয়ত কি? যদি নিয়ত ভালো হয় তবে তা প্রশংসনীয় এবং খুব প্রশংসনীয় কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ ধরনের কথাবার্তার মধ্যে উপভোগই পাওয়া যায়।

## বাচাল লোকের অন্তর কঠোর হয়ে যায়

হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام থেকে বর্ণিত, আল্লাহ পাকের যিকির ব্যতীত অধিক কোন কথাবার্তা বলো না, অন্যতায় তোমাদের অন্তর কঠোর হয়ে যাবে, আর কঠোর অন্তর আল্লাহ পাক থেকে দূরে থাকে কিন্তু তোমাদের তা জানা নেই। (তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃষ্ঠা ১১৮)

## হযরত ইমাম মালেক অধিক আলাপচারী ব্যক্তিকে বুঝাতেন

**আফসোস!** আজকাল যদি কেউ বক বক করে তবে কতিপয় লোক তার হ্যাঁ এর সাথে হ্যাঁ মিলাতে থাকে এবং হেঁসে হেঁসে তাকে উৎসাহ প্রদান করতে থাকে। মনে রাখবেন! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ অন্তর ও জিহ্বা উভয়টিতে সত্য হতেন। যেমনিভাবে শত শত মালেকীদের পথপ্রদর্শক হযরত ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন কোন ব্যক্তিকে অধিক কথাবার্তা বলতে দেখতেন তখন তাকে বলতেন: আপনি কিছু কথা নিজের নিকট রেখে দিন অর্থাৎ কথা কম বলুন। (তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃষ্ঠা ১৯০)



www.dawateislami.net

# গুন্ডা ভালো হয়ে গেলো

**হে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অন্বেষণকারীরা!** যারা সত্যিই ভালো হতে চায় তাদের দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে চলে আসা উচিত। একটি বড়ই প্রিয় "মাদানী বাহার" উপস্থাপন করছি, শুনুন এবং আন্দোলিত হোন। দাওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে করাচীর এক যুবকের উঠা বসা পেশাদার অপরাধী ব্যক্তিদের সাথে ছিল, অসৎ সংস্পর্শ প্রভাব ফেললো এবং সে "গুন্ডা গ্যাং" এ যোগ দিল, মানুষকে মারধর করা, গালি দেয়া, বকা দেয়া এবং ইচ্ছাকৃতভাবে ঝগড়া করা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলো, সে নিজের নিকট অস্ত্র রাখতে লাগলো, অসৎকাজের কারণে তার মুখ কেউ দেখতে চাইতো না, পরিবারের সদস্যরা, আত্মীয়-স্বজন, এলাকাবাসী সবাই তার উপর অসন্তুষ্ট ছিল। এই উদাসীনতার ঘুম থেকে কিছুটা এভাবে জাগ্রত হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হয়েছে, তার এলাকার মধ্যে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত এক বুযুর্গ ইসলামী ভাই অবস্থান করতেন, আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনার সাথে তার ভালোবাসার ধরনটা এইভাবে অনুমাণ করা যায় যে, সে লিয়াকতাবাদ (আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা করাচীর নিকটবর্তী এলাকা) হতে পায়ে হেঁটে ফজরের নামায পড়ার জন্য ফয়যানে মদীনায় আসতেন। যখন ঐ বুযুর্গ ইসলামী ভাই তাকে একক প্রচেষ্টা করে গুনাহ থেকে দূরে থাকা এবং নামায পড়ার উৎসাহ প্রদান করলেন তখন তাঁর কথায় সে এমন প্রভাবিত হলো যে, সে নামায আদায় করা শুরু করে দিল। একদিন মসজিদের মধ্যে তার সাথে দাওয়াতে ইসলামীর এক যিম্মাদার ইসলামী ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত হয়ে গেলো, যার একক প্রচেষ্টার ফলে সে দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ



www.dawateislami.net

করলো, এখানে সুন্নাতের বাহার ছিল, ইজতিমার মধ্যে চলমান বয়ান তাকে বসতে বাধ্য করে দিলো, ইজতিমায় যখন সবাই মিলে মিশে আল্লাহ পাকের যিকির করলো, তখন তার অন্তরে প্রশান্তি লাভ হলো। ইজতিমার বরকতে নেকীর এমন স্পৃহা অন্তরে জাগ্রত হলো যে, সে দাওয়াতে ইসলামীতেই রয়ে গেলো, মাস্তানী ও অন্যান্য গুনাহ থেকে সে তাওবা করে নিলো। ফয়যানে সুন্নাতের দরস দিতে লাগলো, তার জীবনে আগত পরিবর্তন মানুষের জন্য আশ্চর্যের কারণ ছিল। কিছু লোক নানা কথা বলতো আর কয়েকদিনের আবেগের উপহাস বলে, তার মন ভেঙ্গে দিত কিন্তু সে চুপ করে শুনে থাকতো আর অন্তরে সংকল্প করতো যে, যত কিছুই হোক না কেন! দ্বীনি পরিবেশ ছাড়বো না। গুনাহ থেকে বিরত হয়ে নেক আমল করার বরকতে তার রিযিকে বরকত হতে লাগলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে এলাকার মুশাওয়ারাত নিগরান হিসাবে দ্বীনি কাজের সাড়া জাগানোর সৌভাগ্যও লাভ করলো।

سَنور جائے گی آخرت اِن شاءَ اللہ　　تم اَپنائے رکھو سَدا دینی ماحول
بہت سخت پچھتاؤ گے یاد رکھو　　نہ عطّارؔ تم چھوڑنا دینی ماحول

সাঁওয়ার জায়েগী আখিরাত اِنْ شَآءَ الله তুম আপনায়ে রাখখো সদা মাদানী মাহোল
বহুত পচতাউ গে ইয়াদ রাখখো না আত্তার তুম ছোড়না মাদানী মাহোল।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা ৬৪৬)

## গুনাহের রোগের ৭টি চিকিৎসা

اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে আসার বরকতে তাওবা করে অসংখ্য বেনামাযী নামাযী এবং গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি শরীয়ত ও সুন্নাতের অনুসারী হয়েছে। প্রত্যেকের এই বরকতময় দ্বীনি পরিবেশের সাথে অবশ্যই সম্পৃক্ত থাকা উচিত। আল্লাহ পাকের রহমতে কিছু এমন অযীফা ও যিকির


www.dawateislami.net

রয়েছে যা গুনাহ থেকে বাঁচার কারণ হতে পারে। এখানে সাতটি অযীফা উপস্থাপন করা হলো:

(১) يَا عَفُوُّ : অধিকহারে পাঠ করার দ্বারা অন্তরে গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে।

(২) يَا مُحْصِيُ : শয়ন করার সময় বুকে হাত রেখে ৭ বার পাঠ করে নিন, اِنْ شَآءَ الله ইবাদতে মন লেগে যাবে।

(৩) يَا بَاعِثُ : ইবাদতে মন লাগার জন্য বুকের উপর হাত রেখে শয়ন করার সময় ১০০ বার পাঠ করে নিন, اِنْ شَآءَ الله গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে।

(৪) يَا قَهَّارُ : চলতে ফিরতে পাঠ করতে থাকার মাধ্যমে দুনিয়ার ভালোবাসা দূর হয় এবং আল্লাহ পাক ও নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র ভালোবাসা সৃষ্টি হয়।

(৫) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ : শয়তান থেকে নিরাপদ থাকার জন্য প্রতিদিন ১০ বার পাঠ করে নিন।

(৬) يَا مُحْيِيُ ۔ يَا مُمِيْتُ : বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য প্রত্যেক নামাযের পর বুকে হাত রেখে ৭বার পাঠ করে বুকে ফুঁক দিন, اِنْ شَآءَ الله মন্দ অভ্যাস দূরীভূত হবে এবং ইবাদতে মন লেগে যাবে।

(৭) يَا بَاطِنُ : প্রত্যেক নামাযের পর ১০০ বার পাঠ করে নিন اِنْ شَآءَ الله কুমন্ত্রণা ও নোংরা চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্তি অর্জিত হবে।

**নোট:** প্রত্যেক আমলের পূর্বে ও পরে একবার দরূদ শরীফ অবশ্যই পাঠ করবেন, আমল শুরু করার পূর্বে কোন সুন্নী আলিম বা ক্বারী সাহেবকে বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে পাঠ করে শুনান।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد



www.dawateislami.net

## অহেতুক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকুন

হযরত রাকব মিসরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সুসংবাদ তার জন্য যে ভুল ত্রুটি না হওয়া সত্ত্বেও বিনয় প্রকাশ করে আর মিসকীন না হওয়ার পরও নিজেকে ছোট মনে করে, আর নিজের জমাকৃত সম্পদকে নেক কাজে ব্যয় করে, আর নিঃস্ব ও অসহায় লোকদের উপর দয়া করে এবং ইলম ও প্রজ্ঞা সম্পন্নদের সাথে মিলেমিশে থাকে, আর তার জন্য সুসংবাদ, যার উপার্জন হালাল হবে, বাতেন (অভ্যন্তর) ভালো হবে, জাহের (প্রকাশ্য) বুযুর্গ সম্পন্ন হবে এবং যে মানুষকে নিজের অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ রাখবে, আর তার জন্য সুসংবাদ, যে নিজের ইলম অনুযায়ী আমল করে, নিজের প্রয়োজনের অধিক সম্পদ আল্লাহ পাকের পথে ব্যয় করে ও অহেতুক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকে। **(মুজামু কবীর, ৫/৭১, হাদীস- ৪৬১৬)**

## জান্নাতে আফসোস হবে না

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আমাদেরকে নিজের সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে জানা জরুরী, অহেতুক সময় নষ্ট করাটা কতোই না ক্ষতির কথা, তা এই হাদীসে মোবারাকা দ্বারা বুঝে নিন, যেমনিভাবে তাজেদারে রিসালাত হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জান্নাতবাসীদের এই মুহূর্ত ছাড়া আর কোন বিষয়ে আফসোস হবে না, যেই মুহূর্তে সে আল্লাহ পাকের যিকির করতে পারেনি। **(মুজামু কবীর, ২০/৯৩, হাদীস- ১৮২)**

**হাদীসের ব্যাখ্যা:** হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ হাদীসে পাকের এই অংশে: জান্নাতবাসীর ব্যাখ্যায় লিখেন: জান্নাতীদের এই



www.dawateislami.net

## যে নেকী করা যত কঠিন তার সাওয়াবও তত অধিক

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** অহেতুক কথাবার্তার অভ্যাস দূর করে দেয়া সত্যিই কষ্টের কাজ কিন্তু এই কথাটিও বড়ই উৎসাহজনক যে, যার জন্য অহেতুক কথাবার্তার অভ্যাস দূর করাটা যতোটুকু কষ্টকর ততটুকু তার সাওয়াবও বেশি অর্জিত হবে। যেমনিভাবে প্রচন্ড শীতে অযু করার ব্যাপারে প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি প্রচন্ড শীতে অযু করে তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। (জামে সগীর, পৃষ্ঠা ৫১২, হাদীস- ৮৩৯৮) এভাবে কষ্ট সহকারে কুরআনুল করীম পাঠকারীদের ব্যাপারে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি থেমে থেমে কুরআনে করীম পাঠ করে এবং তার জিহ্বা সহজভাবে চলে না, কষ্ট সহকারে আদায় করে, তার জন্য দুটি পুরস্কার রয়েছে। (মুসলিম, পৃষ্ঠা ৩১২, হাদীস- ১৮৬২) এভাবে নিজের ইচ্ছার উপর অপরের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়ার ব্যাপারে হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোন জিনিসের ইচ্ছা পোষণ করে, অতঃপর ঐ ইচ্ছাকে প্রাধান্য না দিয়ে নিজের উপর অন্য কোন ভাইয়ের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়, তখন আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দেন। (ইত্তেহাফুস সাদাত, ৯/৭৭৯)

সুতরাং হে আশিকানে রাসূল! যদিও মন এটাই চায় যে, আমরা কথাবার্তা বলতেই থাকি কিন্তু আমরা কম কথাবার্তার অভ্যাস গড়ার চেষ্টা করি তাহলে অবশ্যই সাওয়াব পাবো। اِنْ شَآءَ الله

হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে নেক আমল করতে দুনিয়ায় যতো কষ্ট হবে কিয়ামতের দিন আমল ওজনের পাল্লায় তা ততোই ভারী হবে। (তাজকিরাতুল আউলিয়া, ১ম অংশ, পৃষ্ঠা ৯৫)



www.dawateislami.net

আফসোস কিয়ামতের দিন জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে হবে, কেননা জান্নাতের মধ্যে অনুশোচনা ও আফসোস হবে না।

**(হারযে সামিন শরহে হিসনে হাসিন, পৃষ্ঠা ২০৯)**

عُمر را ضائع مکُن در گفتگو　　یادِ او کُن یادِ او کُن یادِ او

অর্থাৎ নিজের বয়স অহেতুক কথাবার্তার মধ্যে নষ্ট করো না, ঐ আল্লাহ পাককে স্মরণ করতে থাকো।

## কলমের নিব

হযরত সুলাইম রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (মৃত্যু ৪৪৭ হিজরী) এর কলম যখন লিখতে লিখতে ক্ষয় হয়ে যেতো তখন কলমের নিব বানানোর জন্য খোসা ছাড়াতে হতো (যদিও ভালো নিয়তে দ্বীনি লিখার জন্য এটাও সাওয়াবের কাজ কিন্তু এক কাজে দুটি উপকারিতা অর্জনের জন্য তিনি) আল্লাহ পাকের যিকির শুরু করে দিতেন যাতে এই সময়টা শুধু কলমের খোসা ছাড়াতে ব্যয় না হয়। **(ইবনে আসাকির, ৭২/২৬০)**

## জান্নাতে বৃক্ষ লাগান

নিঃসন্দেহে সময় খুবই মূল্যবান, এই বিষয়কে এভাবে অনুমান করুন যে, যদি আপনি চান তবে এই দুনিয়ার মধ্যে থেকে শুধু এক সেকেন্ডে জান্নাতের মধ্যে একটি বৃক্ষ রোপন করতে পারবেন। আর জান্নাতে বৃক্ষ রোপনের পদ্ধতিও অনেক সহজ, যেমনিভাবে হাদীসে পাক অনুযায়ী এই চারটি বাক্যের মধ্য হতে যে বাক্যই পাঠ করবেন জান্নাতের মধ্যে একটি বৃক্ষ রোপন হবে। সে চারটি বাক্য হলো এটাই: (১) سُبْحَانَ الله (২) اَلْحَمْدُ لِلّٰه (৩) لَا اِلٰهَ اِلَّا الله (৪) اَللّٰهُ اَكْبَر। **(ইবনে মাজাহ ৪/২৫২, হাদীস- ৩৮০৭)**



www.dawateislami.net

## দরূদ শরীফের ফযিলত

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** শুনলেন তো আপনারা! জান্নাতে বৃক্ষরোপন করা কেমন সহজ! যদি বর্ণনাকৃত চার বাক্যের মধ্যে থেকে একটি বাক্য বলেন তাহলে একটি আর যদি চারটি বাক্য বলেন তাহলে তো জান্নাতে চারটি বৃক্ষরোপন করা হবে। এখন আপনি গভীরভাবে চিন্তা করুন যে, সময় কেমন মূল্যবান! জিহ্বাকে সামান্য ব্যবহারের মাধ্যমে জান্নাতে বৃক্ষরোপন করা যায়। কাজেই অহেতুক কথাবার্তা বলার পরিবর্তে سُبْحَانَ الله سُبْحَانَ الله পাঠ করে আমরা জান্নাতে অনেক বৃক্ষরোপন করতে পারি অথবা এটাও হতে পারে যে, চাইলে দাঁড়িয়ে হোক, চলা অবস্থায় হোক, বসা অবস্থায় হোক বা কোন কাজ কর্ম করতে থাকা অবস্থায় হোক বা শয়ন করা অবস্থায় পা গুটিয়ে আমরা দরূদ শরীফ পাঠ করতে পারি, এটাও অনেক সাওয়াবের কাজ। হুযুর নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি গুনাহ ক্ষমা করেন, দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। (নাসায়ী ২২২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১২৯৪)

بیٹھتے اُٹھتے، جاگتے سوتے ہو الٰہی! مرا شِعار دُرُود

বেইঠতে উঠতে, জাগতে সোতে, হো ইলাহী! মেরা শিয়ার দরূদ।

(যওকে নাত: ৭৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد



www.dawateislami.net

## কথাবার্তার দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারিতা

**হে আশিকানে রাসূল!** কতই না ভালো হতো যে, বলার পূর্বে এভাবে ভাবার অভ্যাস হয়ে যেতো যে, এই কথাটি যা আমি বলতে চাই এতে দ্বীনি বা দুনিয়াবী কোন উপকারিতা আছে কিনা? যদি এই কথাবার্তা অহেতুক মনে হয় তাহলে বলার পরিবর্তে যদি اَللّٰه বলা বা দরূদ শরীফ পাঠ করা নসীব হয়ে যেতো যাতে অসংখ্য সাওয়াবের ভান্ডার হাতে চলে আসতো! অথবা سُبْحَانَ الله বা اَلْحَمْدُ لِلّٰه বা لَا اِلٰهَ اِلَّا الله বা اَللّٰهُ اَكْبَر পাঠ করে জান্নাতে বৃক্ষ রোপনের সৌভাগ্য লাভ হয়ে যেতো।

### سُبْحٰنَ الله! যে পাঠ করে বা পাঠ করায় তার নিয়ত

**মনে রাখবেন!** আশ্চর্য হয়ে বা প্রশংসা করার জন্য বা উৎসাহ দেয়ার জন্য اَللّٰهُ اَكْبَر বা سُبْحَانَ الله ইত্যাদি পাঠ করার দ্বারা সাওয়াবও লাভ হয়, আর যদি আল্লাহ পাকের যিকিরের নিয়তও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয় তাহলে অধিক সাওয়াব অর্জিত হবে। অনেক সময় মুবাল্লিগ ও নাতখাঁ উপস্থিতিদের বলে: বলুন! سُبْحٰنَ الله এটা বলানোও সাওয়াবের কাজ, আর যে পাঠ করে সেও সাওয়াবের অধিকারী হবে, আর যে পাঠ করায় সে যদি সাওয়াবের নিয়তের সাথে এটাও বলে তবে অধিক উত্তম হবে, 'আল্লাহ পাকের যিকিরের নিয়তে বলুন: سُبْحَانَ الله এতে যে কেউ আল্লাহ পাকের যিকিরের নিয়তে سُبْحَانَ الله বলবে তার সাওয়াব বৃদ্ধি পাবে।

হযরত আল্লামা আয়নী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (মৃত্যু: ৮৫৫ হিজরী) বলেন: কোনো জিনিস দেখে আশ্চর্য হয়ে اَللّٰهُ اَكْبَر ও سُبْحَانَ الله বলা মুস্তাহাব। (উমদাতুল ক্বারী, পৃষ্ঠা ১৫/৩৩৫) হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মিরআতে



www.dawateislami.net

বলেন: যে ব্যক্তি سُبْحَانَ الله বা اَللّٰهُ اَكْبَر বা اَلْحَمْدُ لِلّٰه বা لَا اِلٰهَ اِلَّا الله যেভাবেই পড়বে, নফল সদকার সাওয়াব লাভ করবে। আল্লাহ পাকের যিকিরের নিয়তে পড়ুক বা কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্য অযীফা হিসেবে এই শব্দাবলী পাঠ করুক বা আশ্চর্যমূলক কথা শুনে سُبْحَانَ الله ইত্যাদি বলুক বা সুসংবাদ শুনে اَلْحَمْدُ لِلّٰه পাঠ করুক, যাই হোক সাওয়াব লাভ করবে কেননা আল্লাহ পাকের নাম নেয়া সর্বাবস্থায় ইবাদত। (মিরআত, ৩/৯৮)

মোটকথা প্রত্যেক ধরনের যিকির, অযীফা, তিলাওয়াতে কুরআন এবং দরূদ ও সালাম পাঠ করা এবং একনিষ্ঠ ইবাদতে (অর্থাৎ বিশেষ ইবাদতের কাজে) পৃথক করে সাওয়াবের নিয়ত না হলে তবুও সাওয়াব লাভ হবে, আর যদি সাওয়াবের নিয়ত করে নেয় তাহলে সাওয়াব বৃদ্ধি পাবে।

ذِکْر و دُرُود ہر گھڑی وِردِ زَباں رہے　　میری فضول گوئی کی عادت نکال دو

যিকরো দরূদ হার ঘড়ী ওয়িরদে যঁবা রহে,
মেরী ফুযুল গোয়ী কি আদাত নিকাল দো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

## ৬০ বছরের ইবাদত থেকে থেকে উত্তম

যদি কিছু পাঠ করার পরিবর্তে চুপ থাকতে মন চায় তাহলে এতেও সাওয়াব অর্জনের পন্থা রয়েছে আর তা হলো এটাই যে, উল্টা-পাল্টা চিন্তা-ভাবনা করার পরিবর্তে আল্লাহ পাকের স্মরণ বা মদীনা শরীফ ও নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্মরণে বিভোর হয়ে যান। অথবা ইলমে দ্বীনের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা শুরু করে দিন বা মৃত্যুর করুণ পরিণতি, একাকীত্ব কবর, তার ভয়াবহতা ও হাশরের কঠিন মুহূর্তের চিন্তায় ডুবে যান, সুতরাং


www.dawateislami.net

এভাবেও সময় নষ্ট হবে না বরং এক একটি নিঃশ্বাস اِنْ شَآءَ الله ইবাদতে গণ্য হবে। যেমনিভাবে হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) কিছুক্ষণ সময়ের জন্য চিন্তা-ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম। (জামে সগীর, পৃষ্ঠা ৩৬৫, হাদীস- ৫৮৯৭)

اُن کی یادوں میں کھو جایئے مصطفٰے مصطفٰے کیجئے

উন কি ইয়াদো মেঁ খো জাইয়ে, মুস্তফা মুস্তফা কিজিয়ে।

## অমূল্য সময়ের গুরুত্ব

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** জীবনের দিন কয়েক ঘন্টার নাম এবং ঘন্টা কয়েক মিনিটের নাম। জীবনের প্রতিটি নিঃশ্বাস অমূল্য রত্ন, হায়! এক একটি নিঃশ্বাসের গুরুত্ব যদি নসীব হয়ে যেতো যে, কখনো কোনো নিঃশ্বাস যেন অহেতুক কাজে অতিবাহিত না হয়ে যায় এবং কিয়ামতের দিন জীবনকে নেকীর ভান্ডার থেকে খালি পেয়ে লজ্জার অশ্রু প্রবাহিত করতে না হয়। হায় যদি! এক একটি সেকেন্ডের হিসাব করার অভ্যাস হয়ে যেত যে, কিভাবে অতিবাহিত হচ্ছে। সৌভাগ্যের বিষয়! যদি জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত শুধু উপকারী কাজে ব্যয় হয়, কিয়ামতের দিন সময়কে অহেতুক কথাবার্তা ও খোশগল্পে অতিবাহিত পেয়ে কখনো যেন আফসোসই করতে না হয়।

## লজ্জিত হওয়ার অনেক বড় কারণ

প্রিয় নবীর সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি আমার জীবনে অতিবাহিত হওয়া সেই দিনের চেয়ে কোনো জিনিসের ব্যাপারে লজ্জিত হই না, যেদিন আমার নেক আমল বৃদ্ধি করা থেকে শূন্য থাকে।



www.dawateislami.net

## সময় তরবারীর মত

হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: সময় তরবারীর মত, তোমরা তাকে (নেক আমলের মাধ্যমে) কাটো, অন্যথায় (অহেতুক কথাবার্তায় ব্যস্ত করিয়ে) এটি তোমাদেরকে কেটে দিবে।

**(লাওয়াকিহুল আনওয়ালিল কুদসিয়াহ, পৃষ্ঠা ৮৩)**

## অন্তিম শয্যায় তিলাওয়াত

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ অন্তিম শয্যার সময় কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করছিলেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো: এই সময়ও তিলাওয়াত? বললেন: আমার আমলনামা গুটিয়ে ফেলা হচ্ছে, তাই তাড়াতাড়ি একে নেকী দ্বারা পূর্ণ করছি। (সাইদুল খাতের, পৃষ্ঠা ২২৭) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

## যখন ফয়যানে সুন্নাত ঘরে এলো

اَللّٰہُ اَکۡبَرُ দুনিয়া থেকে যাওয়ার সময়ও কুরআনুল করীমের তিলাওয়াতের স্পৃহা! আল্লাহ পাক আমাদেরকেও কুরআনে পাকের তিলাওয়াতের আগ্রহ দান করুক, اٰمِین তিলাওয়াতের স্পৃহা লাভ ও গুনাহের অভ্যাস ত্যাগ করার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সবসময় সম্পৃক্ত থাকুন এবং মাকতাবাতুল মদীনার ইসলামী কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করুন, আপনাদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য বলছি, পাঞ্জাবের এক ইসলামী ভাই দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে আসার পূর্বে দুনিয়ার চাকচিক্য ও গুনাহের উপত্যকায় বিভ্রান্ত ছিল, নামায কাযা করা, মিথ্যা,



www.dawateislami.net

গীবত, চুগলী ও অন্যান্য কবীরা গুনাহ নিয়মিত করে যাচ্ছিলো, তার জীবনের সংশোধনের পাথেয় কিছুটা এমন হয়েছিল যে, একদিন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত তার খালাতো ভাই তার ঘরে আসলো, তার সাদাসিধে দ্বীনি পোশাক দেখে ঘরের সকল সদস্য প্রভাবিত হলো, সে ঘরের সদস্যদেরকে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী বাহার শুনালো যার দ্বারা দাওয়াতে ইসলামীর ভালোবাসা ঘরের সদস্যদের অন্তরে গেঁথে গেলো, এছাড়া সে একটি কিতাবও উপহার দিলো যার নাম ছিলো "ফয়যানে সুন্নাত" যখন সেই ইসলামী ভাই ও তার ঘরের অন্যান্য সদস্যরা এই কিতাব অধ্যয়ন করলো তখন ঘরের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে লাগলো। আর এমন এক সময় আসলো যে, এই ঘরের সবাই দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো। কিছুদিন পর যখন সেই ইসলামী ভাইয়েরা দাওয়াতে ইসলামীর সুন্নাত শিখা ও শিখানোর মাদানী কাফেলায় সফর করলো তখন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْكَرِيْم এর বরকতে তার নিজের চেহারার উপর সুন্নাত অনুযায়ী এক মুষ্ঠি দাঁড়ি ও মাথায় পাঁগড়ী শরীফের মুকুট সাজিয়ে নিলো। আর এমন দয়া হলো যে, না শুধু সেই ইসলামী ভাই নিজে জামেয়াতুল মদীনায় দরসে নিযামীতে ভর্তি হলো বরং তার সাথে তার দুই বোনও জামেয়াতুল মদীনা (মহিলা শাখায়) দরসে নিযামীর জন্য ভর্তি হয়ে গেলো।

**হে আশিকানে সুন্নাতে মুস্তফা!** উপহার দেয়া ও গ্রহণ করা সুন্নাত, প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী تَهَادَوْا تَحَابُّوْا অর্থাৎ একে-অপরকে উপহার (GIFT) দাও, ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। (মুয়াত্তা ২/৪০৭, হাদীস- ১৭৩১) এই হাদীসে পাক থেকে জানা গেলো উপহার (GIFT) দেয়ার দ্বারা ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। আর যদি সেই উপহার কোনো দ্বীনি কিতাব হয় তাহলে



www.dawateislami.net

ভালোবাসার সাথে সাথে ইলমে দ্বীনও বৃদ্ধি পেতে পারে। সুতরাং মাকতাবাতুল মদীনা হতে ইসলামী কিতাবসমূহ ক্রয় করে নিজের প্রিয়জনদের এবং বন্ধুদের উপহার দিন, নিজের মৃতদের ইসালে সাওয়াবের জন্য, বিবাহ, শোকসভার অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে বন্টন করুন, না শুধু বন্টন করবেন বরং নিজেও সেই কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করুন, اِنْ شَآءَ الله ইলমে দ্বীনের অসংখ্য ভান্ডার অর্জিত হবে।

عمل کا ہو جذبہ عطا یاالٰہی گناہوں سے مجھ کو بچا یاالٰہی
سعادت ملے درسِ ''فیضانِ سُنّت'' کی روزانہ دو مرتبہ یاالٰہی

আমল কা হো জযবা আতা ইয়া ইলাহী
গুনাহো সে মুঝকো বাঁচা ইয়া ইলাহী
সাআদাত মিলে দরসে "ফয়যানে সুন্নাত"
কি রোযানা দো মরতাবা ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশিশ: ১০২-১০৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

**হে মুস্তফার প্রতিপালক!** আমাদেরকে অহেতুক কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকার সামর্থ্য দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد



www.dawateislami.net

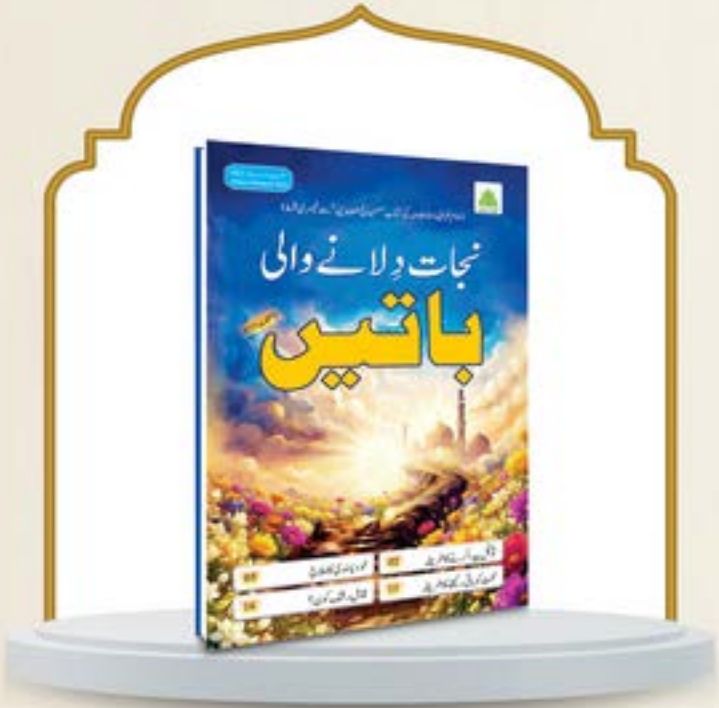
# সূচিপত্র

আত্তারের দোয়াঃ ..... ১
দরূদ শরীফের ফযিলত ..... ১
নির্বোধ লোক চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই কথা বলে ..... ২
জিহ্বাকে সংযত রাখো সকল কাজ সঠিক হয়ে যাবে ..... ২
প্রথমে ভাবুন তারপর কথা বলুন ..... ২
বলার পূর্বে ভাবার পদ্ধতি ..... ৩
চুপ থাকার পদ্ধতি ..... ৪
অহেতুক ইশারা-ইঙ্গিতেরও হিসাব হবে ..... ৫
প্রথমে "ভাবুন" তারপর "বলুন"এর উপকারিতা ..... ৭
সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে অনর্থক আলোচনা ..... ৭
বাচাল লোকের অন্তর কঠোর হয়ে যায় ..... ৮
হযরত ইমাম মালেক অধিক আলাপচারী ব্যক্তিকে বুঝাতেন ..... ৮
গুন্ডা ভালো হয়ে গেলো ..... ৯
গুনাহের রোগের ৭টি চিকিৎসা ..... ১০
যে নেকী করা যত কঠিন তার সাওয়াবও তত অধিক ..... ১২
অহেতুক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকুন ..... ১৩
জান্নাতে আফসোস হবে না ..... ১৩
কলমের নিব ..... ১৪
জান্নাতে বৃক্ষ লাগান ..... ১৪
দরূদ শরীফের ফযিলত ..... ১৫
কথাবার্তার দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারিতা ..... ১৬
سُبْحٰنَ اللّٰه! যে পাঠ করে বা পাঠ করায় তার নিয়ত ..... ১৬
৬০ বছরের ইবাদত থেকে থেকে উত্তম ..... ১৭
অমূল্য সময়ের গুরুত্ব ..... ১৮
লজ্জিত হওয়ার অনেক বড় কারণ ..... ১৮
সময় তরবারীর মত ..... ১৯
অন্তিম শয্যায় তিলাওয়াত ..... ১৯
যখন ফয়যানে সুন্নাত ঘরে এলো ..... ১৯



www.dawateislami.net

# আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা




## মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা গ্রামে মসজিদ, জগন্নাথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৪৮০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net